সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৯৯

WEEKLY BOOKLET: 199

এই পুস্তিকা শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব "আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা" ও কিছু নতুন বিষয়বস্তু বৃদ্ধি করে প্রকাশিত করা হলো।

ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর মদীনা শরীফের প্রতি ভালবাসা

- আলিমে মদীনা কে?
- প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর ১২টি ঘটনা
- জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মদীনা শরীফের প্রতি ভালবাসা

আত্তারের দোয়াঃ হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এই **"ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মদীনা শরীফের প্রতি ভালবাসা"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সদকায় মদীনা শরীফের প্রতি ভালবাসা দ্বারা সমৃদ্ধ করো, তাকে বারবার মদীনা শরীফের আদব সহকারে হাজিরী নসীব করো এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পাঠ করলো "اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمۡ" যদি সে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা অবস্থায় থাকলে তবে দাঁড়ানোর পূর্বে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(সা'আদাতুদ দারাঈন, ২৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর পরিচিতি

কোটি কোটি মালেকীদের মহান ইমাম, হযরত ইমাম মালেক বিন আনাস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নাম হলো "মালেক" আর উপনাম হলো "আবু আব্দুল্লাহ"। তিনি চারজন মুজতাহিদ ইমামের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ইমাম ও তাবেতাবেয়ী[১] বুযুর্গ। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ৯৩ হিজরীতে মদীনা শরীফে তাঁর জন্ম হয়েছিলো আর মদীনা শরীফেই তাঁর ইন্তিকাল শরীফ হয়। **(তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ২/৩৮৬। সীয়রে আলামুন নিবালা, ৭/৩৮২, নম্বর ১১৮০। আল আ'লামু লিল যারকলি, ৫/২৫৭)**

জ্ঞানার্জন

ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ যখন ইলমে দ্বীন অর্জন করার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন আম্মাজানের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং তাঁর কাছ থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আম্মাজান তাঁকে পোশাক পরিধান করিয়ে প্রস্তুত করলেন, মাথায় টুপি রাখলেন এবং এর উপর পাগড়ী বাঁধলেন। অতঃপর বললেন: এবার যাও আর জ্ঞানার্জন করো। **(তারতীবুল মাদারিক, ১/১৫০)**

১.... তাবেয়ী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি, যিনি সাহাবীর সাথে ঈমান অবস্থায় সাক্ষাত করেছেন এবং তাঁর শেষ পরিনতিও ঈমানের উপর হয়েছে আর তাবে তাবেয়ী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি, যিনি তাবেয়ীর সাথে ঈমান অবস্থায় সাক্ষাত করেছেন এবং তাঁর শেষ পরিনতিও ঈমানের উপর হয়েছে। **(লুগাতুল ফুকহা, ১১৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে বেশিরভাগ মদীনা শরীফের বুযুর্গানে দ্বীন ছিলো, আল্লামা যুরকানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: তিনি নয়শত (৯০০) এরও অধিক মাশায়িকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। (শরহে যুরকানি আলাল মুয়াত্তা, ১/৩৫) ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর স্মরণশক্তি (Memory) খুবই প্রখর ছিলো, তিনি বলতেন: যেই বিষয়টি আমি মুখস্ত করে নিয়েছি, তা আর কখনোই ভূলিনি। (বুস্তানুল মুহাদ্দীসিন, ১৬ পৃষ্ঠা)

আলিমে মদীনা কে?

ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এমন আলিম ছিলেন, যার সুসংবাদ **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছিলেন। যেমনটি হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর কিতাব **"জামে তিরমিযী"** এর হাদীস শরীফে বর্ণনা করেন: অতিশীঘ্রই মানুষ জ্ঞানের সন্ধানে দ্রুতগতিতে সফর করবে কিন্তু তারা মদীনার আলিমের চেয়ে বেশি জ্ঞানী কাউকে পাবে না। (তিরমিযী, ৪/৩১১, হাদীস ২৬৮৯)

অপর হাদীসে পাকে রয়েছে: দুনিয়ায় তার (আলিমে মদীনার) চেয়ে বড় কোন আলিম হবে না, লোকেরা তাঁর দিকে সফর করে আসবে। (তারতীবুল মাদারিক ও তাকরীবুল মাসালিক, ১/৬৮-৬৯) হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো: "আলিমে মদীনা" কে? তখন তিনি

www.dawateislami.net

বললেন: নিঃসন্দেহে তিনি হলেন হযরত ইমাম মালেক বিন আনাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ। হযরত আব্দুর রাযযাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: (আলিমে মদীনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো) হযরত ইমাম মালেক বিন আনাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ। (তিরমিযী, ৪/৩১১, হাদীস ২৬৮৯)

বাদশাহের দরজা

ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছ থেকে ইলমে দ্বীন অর্জনকারী সৌভাগ্যবান লোকেরা দূর দূরান্ত থেকে সফর করে তাঁর নিকট উপস্থিত হতো। তাঁর দরজায় হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা অর্জনকারীদের ভীড় (Crowd) থাকতো, যেমন কোন বাদশাহের দরজায় হয়ে থাকে।

(সীয়রে আ'লামুন নিবালা, ৭/৩৮৭। শরহে যুরকানি আলাল মুয়াত্তা, ১/৩৫)

ইলমী শান ও শওকত

হযরত ইয়াহইয়া বিন সাঈদ কাত্তান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি মদীনা মুনাওয়ারায় ১৪৪ হিজরীতে উপস্থিত হলাম। তখন হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দাড়ি শরীফ ও মাথা মুবারকের চুল কালো ছিলো। লোকেরা তাঁর চারপাশে চুপচাপ বসা ছিলো। তাঁর ভক্তি প্রযুক্ত ভয়ের কারণে কারো কথা বলার সাহস হতো না। মসজিদে নববী শরীফে তিনি ছাড়া আর কেউ ফতোয়া দিতো না। আমি তাঁর সামনে বসে গেলাম ও একটি প্রশ্ন করলাম, তখন তিনি আমাকে হাদীসে

www.dawateislami.net

পাক থেকে উত্তর দিলেন। আমি আবারো প্রশ্ন করলাম তখন তিনি আবারো উত্তর দিলেন। অতঃপর তাঁর বন্ধুরা আমাকে নাড়া দিলো তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম।

(তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরীবুল মাসালিক, ২/২৯)

হযরত হাম্মাদ বিন যায়েদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে এক ব্যক্তি কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এলো, যেই মাসয়ালাতে মানুষের মতানৈক্য ছিলো, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: হে ভাই! যদি তুমি নিজের দ্বীনের নিরাপত্তা চাও তবে আলিমে মদীনা থেকে জিজ্ঞাসা করো এবং তাঁর কথা মনোযোগ সহকারে শুনো, কেননা তিনি হলেন দলীল আর মানুষের ইমাম। **(আল মাদখিনাতুল কুবরা, ১/৬৪)**

হযরত আবু কুদামা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত ইমাম মালেক বিন আনাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় "হাফিযুল হাদীস" ছিলেন। **(তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরীবুল মাসালিক, ১/১৫০)** তাঁর জ্ঞানের পরীধি এমন ছিলো, তাঁর শিক্ষকরাও তাঁর কাছে মাসআলা সমাধানের জন্য আসতো।

(ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান, ৪/৩)

মসজিদে নববীতে দরসের আসর

মসজিদে নববী শরীফে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেখানেই বসতেন যেখানে মুসলমানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বসতেন আর এটা ছিলো সেই

www.dawateislami.net

জায়গা যেখানে **আল্লাহ**র **প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইতিকাফের সময় আরাম করতেন। তাছাড়া মদীনা শরীফে যেই ঘরে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ থাকতেন, তা ছিলো সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর বাড়ি।

(তারতীবুল মাদারিক, ১/১২৪)

ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেকের নিকট

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন আর আরয করলেন: আমি আপনার নিকট মুয়াত্তা (অর্থাৎ হাদীসে পাকের কিতাব) পড়তে চাই। হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আমার লিখক (Writer) হাবীবের নিকট চলে যান, সেই এটা পড়ায়। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আরয করলেন: **আল্লাহ পাক** আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোক! আমার কাছ থেকে এক পৃষ্ঠা শুনে নিন, যদি আমার পড়া ভালো লাগে তবে আমি আপনাকে পড়ে শুনাবো, অন্যথায় শুনাবো না। হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: পড়ুন! তিনি এক পৃষ্ঠা পাঠ করলেন এবং চুপ হয়ে গেলেন। বললেন: আরো পড়ুন। তিনি এক পৃষ্ঠা পড়ে আবারো চুপ হয়ে গেলেন। ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আবারো বললেন: আরো পড়ুন! তিনি আবারো পাঠ করলেন তখন ইমাম মালেকের খুবই ভাল লাগলো। অতঃপর তিনি

www.dawateislami.net

ইমাম মালেকের নিকট সম্পূর্ণ মুয়াত্তা পাঠ করেন আর যখন দ্বিতীয়বার খেদমতে উপস্থিত হলেন তখন ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান করুন, যে তোমাকে পড়াবেন। তখন হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আরয করলেন: জনাব! আমি চাই যে, আপনি নিজেই আমার পড়া শুনুন, যদি ভাল পাঠ করতে না পারি তবে কোন পাঠদানকারী খুঁজে নিবো। ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আচ্ছা! ঠিক আছে, পড়ুন! তখন হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সম্পূর্ণ মুয়াত্তা শরীফ মুখস্ত শুনিয়ে দিলেন। তিনি বললেন: এতে ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাকে দোয়া করলেন এবং খুবই খুশি প্রকাশ করলেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/৭৮, হাদীস ১৩১৭৭, ১৩১৭৮, ১৩১৮০)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইমাম মালেকের প্রতি হুযুরের দয়া

হযরত আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মদ দারাওয়ারদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি মসজিদে নববীতে রিয়াযুল জান্নাহ (অর্থাৎ জান্নাতের টুকরা) এর মধ্যে আরাম করছিলাম, এমন সময় আমার **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব

www.dawateislami.net

হলো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا এর সাথে **তাঁর** নূরানী মাযার থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে এলেন। আমি দাঁড়িয়ে আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কোথা থেকে তাশরীফ আনছেন? ইরশাদ করলেন: মালেকের জন্য সোজা পথ প্রতিষ্ঠা করছি। জাগ্রত হয়ে যখন আমি ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট উপস্থিত হলাম তখন তিনি মুয়াত্তা শরীফকে সুসজ্জিত করছিলেন, আমি যখন তাঁকে এই স্বপ্নের ব্যাপারে বললাম, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কান্না করতে লাগলেন। **(তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরীবুল মাসালিক, ২/৭০)**

হাদীসের আদব

ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছে যখন লোকেরা কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য আসতো তখন খাদেমা তাঁর বাড়ি থেকে বের হয়ে জিজ্ঞাসা করতো যে, হাদীস জানার জন্য এসেছেন নাকি শরয়ী মাসআলা? যদি তারা বলতো: শরয়ী মাসআলা জানার জন্য এসেছে তবে ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সাথেসাথেই বাইরে বেরিয়ে আসতেন। আর যদি বলতো: হাদীস শরীফ শুনার জন্য এসেছে, তবে তিনি প্রথমে গোসল করে উন্নত পোশাক (Elegant Dress) পরিধান করতেন, সুগন্ধি লাগাতেন, পাগড়ী শরীফ বাঁধতেন অতঃপর মাথায়

www.dawateislami.net

চাদর জড়িয়ে নিতেন। তাঁর জন্য আসন লাগানো হাতো, যাতে তিনি খুবই বিনয় ও নম্রতা সহকারে বসে হাদীস শরীফ বর্ণনা করতেন এবং মজলিশের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুগন্ধি জ্বালানো হতো আর এই আসনটি শুধুমাত্র হাদীস শরীফ বর্ণনা করার জন্যই নির্ধারিত ছিলো, যখন তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন: আমি এই বিষয়টি পছন্দ করি যে, রাসূলে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর হাদীস শরীফকে খুব বেশি সম্মান করবো। (আশ শিফা, ২/৪৫)

ইমাম মালেকের কবরে সাহায্য করা

ইমাম আবুল ওয়াহাব শা'রানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমাদের ওস্তাদ শায়খুল ইসলাম ইমাম নাছিরুদ্দীন লাকানী মালেকী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর যখন ইন্তিকাল হলো (তখন) কিছু নেককার লোকেরা তাঁকে স্বপ্নে দেখলো, জিজ্ঞাসা করলেন: **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: যখন মুনকার নকীর আমাকে প্রশ্ন করার জন্য বসালো তখন ইমাম মালেক (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) আগমন করলেন আর তাঁদেরকে (অর্থাৎ মুনকার নকীরকে) বললেন: এমন ব্যক্তির (অর্থাৎ এমন মহান আলিমে দ্বীন এর) জন্যও (কি) প্রয়োজনীয়তা রয়েছে: তাঁর কাছ থেকে **খোদা** ও **রাসূলের** প্রতি ঈমানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে! তাঁর কাছ থেকে চলে

www.dawateislami.net

যান। (ইমাম মালেকের) এই কথাতেই মুনকার নকীর আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলো। যখন মাশায়িখে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কঠোরতার সময় দুনিয়া ও আখিরাতে আপন অনুসারীদের (Followers) এবং মুরীদদের খেয়াল রাখেন তখন ঐসকল মাযহাবের ইমামগণ সম্পর্কে কি আর বলা যায়, যাঁরা জমিনের পেরেক স্বরূপ, দ্বীনের স্তম্ভ এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের জন্য তাঁর আমিন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ।

(মিযানুল কুবরা, ১ম অংশ, ৬৫ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ১২টি ঘটনা

(১) মদীনায় খালি পা

কোটি কোটি মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের মহান ইমাম হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মহান আশিকে রাসূল ছিলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মদীনা পাকের অলি-গলিতে খালি পায়েই চলাফেরা করতেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ শারানী, ১ম অংশ, ৭৬ পৃষ্ঠা)

(২) প্রতি রাতেই হুযুর ﷺ এর দীদার লাভ

হযরত মুছান্না ইবনে সাঈদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: "হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলতেন: এমন কোন রাতই

www.dawateislami.net

অতিবাহিত হয়নি, যে রাতে আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করিনি।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৪৬)

মিট জায়ে ইয়ে খোদী তো উহ জলওয়া কাহাঁ নেহিঁ
দরদা মেঁ আপ আপনি নজর কা হিজাব হোঁ

(হাদায়িকে বখশীশ, ৯১ পৃষ্ঠা)

(৩) মদীনা শরীফে বাহন পরিহার

হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি মদীনা শরীফে হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরজায় খোরাসান কিংবা মিসরের ঘোড়া বাঁধা অবস্থায় দেখলাম, যা তাঁকে উপহার (GIFT) স্বরূপ দেয়া হয়েছিলো। এত উন্নত জাতের ঘোড়া এর আগে আমি কখনো দেখিনি। আমি বললাম: ঘোড়াগুলো কতই যে উন্নত মানের। তিনি বললেন: এগুলো সব আমি আপনাকে উপহার দিলাম। আমি বললাম: একটি ঘোড়া তো আপনার জন্য রেখে দিন। তিনি বললেন: **আল্লাহ পাকের** প্রতি আমার লজ্জা অনুভব হয় যে, এই বরকতময় পবিত্র ভূমিকে আমার ঘোড়ার ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করবো, যে ভূমিতে **তাঁরই প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদ্যমান রয়েছেন। অর্থাৎ **তাঁর** রওযা মোবারক এখানেই বিদ্যমান। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৮। আর রওজুল ফায়িক, ২১৭ পৃষ্ঠা)

হাঁ হাঁ রাহে মদীনা! হে গাফিল যরা তু জাগ
ওহ পাওঁ রাখ্নে ওয়ালে! ইয়ে জা চশম ও চর কি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২১৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) নবী করীম ﷺ এর আলোচনার সময় রং পরিবর্তন হয়ে যেতো

হযরত মুসআব বিন আব্দুল্লাহ্ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর **ইশ্‌কে রাসূল** এমন ছিলো, তাঁর সামনে যখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হতো, তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেতো আর তিনি নিজে **যিকিরে-মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানে খুবই ঝুঁকে যেতেন। একদা এ ব্যাপারে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: যদি তোমরা তা দেখতে, যা আমি দেখি, তবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে না।

(আশ শিফা, ২/৪১-৪২)

জা'ন হে ইশ্‌কে মুস্তফা রোয ফুযোঁ করে খোদা
জিচ কো হো দর্দ কা মযা নাযে দাওয়া উঠায়ে কিউঁ

(হাদায়িকে বখশীশ, ৯৪ পৃষ্ঠা)

(৫) হাদীসে পাকের দরস দেয়ার ধরণ

হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ (১৭ বৎসর বয়স থেকে হাদীসের দরস দেয়া শুরু করেন) যখন হাদীস শরীফ শুনানোর ইচ্ছা করতেন (তখন গোসল করে নিতেন), চৌকি (আসন) পাতানো হতো এবং তিনি উত্তম পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে খুবই বিনয় সহকারে নিজের হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে এসে তাতে আদব সহকারে বসতেন।

www.dawateislami.net

(হাদীসের দরস দানকালে তিনি কখনো পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন না) আর যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বৈঠকে হাদীস সমূহ পাঠ করা হতো ওখানে ততক্ষণ পর্যন্ত লোবান ও আগর বাতি জ্বালিয়ে রাখতেন।" (বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ১৯-২০ পৃষ্ঠা)

আম্বর জমিঁ আবীর হুয়া মুশক তর গুবার!
আদনা সি ইয়ে শানাখ্ত তেরি রাহ্গুজর কি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) বিচ্ছু ১৬ বার দংশন করার পরও হাদীসের দরস অব্যাহত রাখেন

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত আবু আব্দুল্লাহ্ ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় বিচ্ছু তাঁকে ১৬বার দংশন করে। প্রচণ্ড ব্যথায় তাঁর চেহারা মোবারক হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছিলো (অর্থাৎ হলদে বর্ণ ধারণ করেছিলো), কিন্তু হাদীসের দরস অব্যাহত রেখেছিলেন (এবং পার্শ্ব পর্যন্ত পরিবর্তন করেননি)। যখন দরস শেষ হলো আর সবাই চলে গেলো তখন আমি আরয করলাম: হে আবু আব্দুল্লাহ্! আজ আমি আপনার মাঝে একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করেছি! তিনি বললেন: হ্যাঁ! কিন্তু আমি রাসূলের হাদীসের প্রতি সম্মানের কারণে ধৈর্যধারণ করেছি। (আশ শিফা, ২/৪৬)

www.dawateislami.net

এয়সা গুমা দেয় উন কি ভিলা মেঁ খোদা হামেঁ
ঢোঁন্ডা করে পর আপনি খবর কো খবর না হো

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩০ পৃষ্ঠা)

(৭) হাদীসের পৃষ্ঠা সমূহ পানিতে ঢুবিয়ে দিলেন কিন্তু...

আশিকে মদীনা হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সর্বপ্রথম হাদীস শরীফ কিতাব আকারে প্রণয়ন করেন, যা **"মুয়াত্তা ইমাম মালেক"** নামে প্রসিদ্ধ। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খুবই একনিষ্টতার অধিকারী ছিলেন। হযরত শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী যুরকানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উদ্ধৃত করেন: ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন "মুয়াত্তা" প্রণয়নের কাজ শেষ করেন তখন নিজের একনিষ্টতা প্রমাণ করার জন্য "মুয়াত্তা"র সব পৃষ্ঠা সমূহ তিনি পানিতে ঢুবিয়ে দিলেন আর বললেন: এগুলোর একটি পৃষ্ঠাও যদি ভিজে থাকে, তবে আমার নিকট এর কোন প্রয়োজন নেই। (এটি হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিয়্যতের সত্যতা এবং একনিষ্ঠতার ফলশ্রুতিতে দেখা গেলো যে,) এর একটি পৃষ্ঠাও পানিতে ভিজেনি।

(শরহুয যুরকানী আলাল মুয়াত্তা, ১/৩৬)

বানা দেয় মুঝ কো ইলাহী খুলুস কা পেয়'কর
করী'ব আয়ে না মেরে কভি রিয়া ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৮) ইশ্‌কে রাসূলে ক্রন্দনকারী মুহাদ্দিসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট এক ব্যক্তি (তাঁর শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ) হযরত আইয়ূব সাখতিয়ানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: আমি যেসব মনিষীদের কাছ থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করে থাকি তাঁদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। আমি তাঁকে দুইবার হজ্বের সফরে দেখেছি যে, তাঁর সামনে যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হতো, তখন তিনি এতই কান্নাকাটি করতেন যে, তাঁর প্রতি আমার মায়া হতো। আমি যখন থেকেই তাঁর মাঝে **নবী পাকের সম্মান ও ইশ্‌কে রাসূল** দেখতে পাই তখন থেকেই মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছ থেকে হাদীস শরীফ রেওয়ায়াত করা শুরু করি। (আশ শিফা, ২/৪১)

ইয়াদে নবীয়ে পাক মেঁ রোয়ে জো ওমর ভর
মাওলা মুঝে তালাশ উসি চশমে তর কি হে

(৯) মদীনার মাটিকে অসম্মানকারীর শাস্তি

হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মদীনার মাটিকে (অর্থাৎ জমিন) খারাপ বলা ব্যক্তির ব্যাপারে ফতোয়া দিলেন যে, এই বে-আদবকে ত্রিশবার বেত্রাঘাত করা হোক এবং জেলখানায় বন্দী করে রাখা হোক। (আশ শিফা, ২/৫৭)

www.dawateislami.net

জিচ খাক পে রাখ্‌তে থে কদম সৈয়্যদে আলম
উচ খাস পে কুরবাঁ দিলে শেয়দা হে হামারা

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩২ পৃষ্ঠা)

(১০) প্রাকৃতিক ডাক সারতে হেরমের বাইরে চলে যেতেন

হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (মদীনার সম্মানে) মদীনা শরীফে কখনোই প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেননি, এর জন্য তিনি সর্বদা মদীনার হেরেমের বাইরে চলে যেতেন, অবশ্য অসুস্থ অবস্থায় অপারগ ছিলেন। (বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ১৯ পৃষ্ঠা)

আয় খাকে মদীনা তো হি বাতা কিচ তারাহ পাওঁ রাখোঁ ইহাঁ
তু খাকে পা ছরকার কি হে আঁখোঁ চে লাগাই জাতি হে

(১১) মসজিদে নববীতে আওয়াজকে মৃদু রাখো

হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে মসজিদের নববীতে আলোচনা কালে খলিফা আবু জাফর উচ্চ আওয়াজে কথা বললো, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে বললেন: হে খলিফা! এই মসজিদে আওয়াজকে উচ্চ করবেন না। **আল্লাহ্ পাক রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আওয়াজকে মৃদুকারীর প্রশংসা করেছেন। যেমনিভাবে ২৬ পারার সূরা হুজরাতের ৩য় আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۚ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۳﴾

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় ঐসকল লোক, যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে **আল্লাহ্‌র রাসূলের** নিকট, তারা হচ্ছে ঐসকল লোক, যাদের অন্তরকে **আল্লাহ্ খোদাভীরুতার** জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রয়েছে।

অপর দিকে উচ্চ আওয়াজে কথাবার্তা বলা লোকদের ব্যাপারে এই শব্দ দ্বারা তিরস্কার করা হয়েছে, যা একই সূরার ৪র্থ নম্বর আয়াতে করীমায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۴﴾

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় ঐসকল লোক, যারা আপনাকে হুজরা সমূহের বাইরে থেকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ।

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মহত্ব নিঃসন্দেহে আজও সেইরূপ, যেরূপ **তাঁর** জাহেরী হায়াতে ছিলো। হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এই কথায় খলিফা আবু জাফর চুপ হয়ে গেলেন। (আশ শিফা, ২/৪১)

তুঝ চে ছুপাওঁ মুঁহ্ তো করোঁ কিচ কে সামনে
কিয়া অওর ভি কিচী চে তওয়াক্কু নজর কি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২২৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১২) রাসূলের রওযার দিকে মুখ করে দোয়া করো

হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছে খলিফা আবু জাফর মনসুর জিজ্ঞাসা করলেন: (পবিত্র রওযায় যিয়ারত করার সময়) আমি কি কিবলার দিকে মুখ করে দোয়া করবো, না কি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে মুখ করে রাখবো?" হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তর দিলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিক থেকে আপনি কিভাবে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন? **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আপনার ও আপনার সম্মানিত পিতা হযরত আদম ছফিউল্লাহ্ عَلَيۡهِ السَّلَام এর জন্যও ওসীলা স্বরূপ, আপনি **নবীয়ে রহমত** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে মুখ করেই শাফায়াতের ভিক্ষা প্রার্থনা করুন, **আল্লাহ পাক** আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত অবশ্যই কবুল করবেন, স্বয়ং **আল্লাহ পাকই** ইরশাদ করেন:

وَلَوۡ اَنَّهُمۡ اِذۡ ظَّلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ جَآءُوۡكَ فَاسۡتَغۡفَرُوا اللّٰهَ وَاسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ الرَّسُوۡلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيۡمًا ﴿۶۴﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন, হে **মাহবুব**! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় অতঃপর **আল্লাহ্**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ্**কে অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পাবে।

(আশ শিফা, ২/৪১)

www.dawateislami.net

মুজরিম বুলায়ে আয়ে হেঁ 'জাউকা' হে গওয়াহ্
ফির রদ হো কব ইয়ে শান করীমোঁ কে দর কি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২০৫ পৃষ্ঠা)

মানুষের বংশই হলো তার বাড়ি

হযরত ইমাম মালেক বিন আনাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দুনিয়ার প্রতি অনেক বেশি অনাসক্ত থাকতেন এবং আখিরাতের কাজের প্রতি চিন্তাভাবনা করতে থাকতেন। জ্ঞানার্জনের জন্য খুবই সচেষ্ট থাকতেন এবং মুমিনের কল্যাণ কামনা করতে থাকতেন। খলিফাতুল মুসলিমিন মাহদী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার কি কোন বাড়ি আছে? তখন তিনি উত্তর দিলেন: না। কিন্তু আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি, আমি হযরত রাবীয়া বিন আবু আব্দুর রহমান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে বলতে শুনেছি: মানুষের বংশই হলো তার বাড়ি।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৭)

যার পক্ষে সম্ভব সে যেন মদীনা শরীফেই মৃত্যুবরণ করে

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنِ اسۡتَطَاعَ أَنۡ يَّمُوۡتَ بِالۡمَدِيۡنَةِ فَلۡيَمُتۡ بِهَا فَإِنِّيۡ أَشۡفَعُ لِمَنۡ يَّمُوۡتُ بِهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করতে পারবে, সে যেন সেখানেই মৃত্যুবরণ

www.dawateislami.net

করে, কেননা আমি মদীনায় মৃত্যুবরণ কারীদের জন্য সুপারিশ করবো। (তিরমিযী, ৫/৪৮৩, হাদীস ৩৯৪৩)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: প্রকাশ থাকে যে, এই সুসংবাদ ও হেদায়াতটি সকল মুসলমানের জন্যই প্রযোজ্য, শুধুমাত্র মুহাজিরীনদের জন্যই নয় অর্থাৎ যেসব মুসলমানদের নিয়্যত থাকবে মদীনা শরীফে মারা যাওয়ার, সে যেন চেষ্টাও করে সেখানে মৃত্যুবরণ করার জন্য। যদি **আল্লাহ পাক** নসীব করে সেখানেই অবস্থান করবে, বিশেষ করে বৃদ্ধাবস্থায় আর বিনা প্রয়োজনে মদীনা শরীফের বাইরে যাবে না, কেননা মৃত্যু ও দাফন যেন সেখানেই হতে পারে। হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ দোয়া করতেন: "**মাওলা**! আমাকে তোমার **মাহবুবের** শহরে শাহাদাতের মৃত্যু দাও।" তাঁর দোয়া এমনভাবে কবুল হয়েছিলো যে, سُبۡحٰنَ اللهِ! ফজরের নামায, মসজিদে নববী, মেহরাবে নবী, নবীর মুসল্লায় আর সেখানেই শাহাদাত। আমি কিছু কিছু লোককে দেখেছি, ত্রিশ চল্লিশ বৎসর যাবৎ তারা মদীনা শরীফেই অবস্থান করছেন, মদীনার সীমানা এমনকি মদীনা শহর ছেড়েও কখনো বাইরে যাননি। এই ভয়ে যে, মৃত্যু যেন মদীনার বাইরে কোথাও না হয়ে যায়। হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এরও এমনই পদ্ধতি ছিলো।

(মিরাতুল মানাজীহ্, ৪/২২২)

www.dawateislami.net

মদীনায় ওফাত, বিদায় বেলায় নেকীর দাওয়াত

ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওফাত ১৭৯ হিজরীর সফর বা রবিউল আউয়াল শরীফের ১০, ১১ বা ১৪ তারিখে মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছিলো আর জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন করা হয়। (সিয়রে আ'লামুন নিবালা, ৭/৪৩৪-৪৩৫) ওফাতের সময় তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নেকীর দাওয়াত দিয়েছেন। ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া মাছমূদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন; রবীয়া বলেন: আমার দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তিকে নামাযের মাসআলা বলা, পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ সদকা করার চেয়েও উত্তম এবং কোন ব্যক্তির দ্বীনি সমস্যা দূরীভূত করা একশত হজ্ব করার চেয়েও উত্তম। তাছাড়া ইবনে শিহাব যুহরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বরাত দিয়ে বলেন: তিনি বলেন: আমার দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তিকে দ্বীনি পরামর্শ দেয়া, একশত ধর্মীয় যুদ্ধে লড়াই করার চেয়েও উত্তম। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এই কথোপকথনের পর ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আর কোন কথাই বলেননি এবং নিজের প্রাণকে **দয়ালু প্রতিপালকের** নিকট সমর্পণ করে দিলেন। (বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

তাইবা মেঁ মরকে ঠান্ডে চলে জাও আঁখেঁ বন্দ
সিধী সড়ক ইয়ে শহরে শাফায়াত নগর কি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২২২ পৃষ্ঠা)

জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ

হযরত ইবনে কাসিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমরা হযরত ইমাম মালেক বিন আনাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওফাতের অসুস্থতায় তাঁর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হযরত ইবনে দারাওয়ারদী উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: হে আবু আব্দুল্লাহ! গত রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম, আপনি কি তা শুনা পছন্দ করবেন? তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: বলুন। তিনি স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমি সাদা পোশাক পরিহিত এক লোক দেখলাম যিনি আসমান থেকে অবতরন করেছেন। তাঁর হাতে এমন একটি রেজিস্টার ছিলো, যা জমিন ও আসমানের মাঝে প্রসারিত ছিলো। তিনবার বললেন: هٰذَا بَرَاءَةٌ لِمَالِكٍ مِّنَ النَّارِ অর্থাৎ এটি হযরত মালেক বিন আনাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জন্য দোযখ থেকে মুক্তিনামা। তখনও এই কথোপকথন চলছিলো, এমন সময় খলিফার বার্তাবাহক উপস্থিত হয়ে আরয করলো: হে আব্দুল্লাহ! মসজিদে নববী শরীফের মুয়াজ্জিন গতরাতে একটি স্বপ্ন দেখলো, যা আমি তার কাছ থেকে শুনেছি। অতএব সেও পূর্বের স্বপ্নের ন্যায় স্বপ্ন শুনালো। এতে হযরত ইমাম

www.dawateislami.net

মালেক বিন আনাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: **আল্লাহই** সত্যিকার সাহায্যকারী, তিনি যা চান করেন।

(আর রাওযুল ফায়িক, ২১৭ পৃষ্ঠা। হিকায়াতে অউর নসিহতে, ৪২২ পৃষ্ঠা)

হযরত ইউনুছ বিন আব্দুল আলা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি হযরত বিশর বিন বকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, হযরত ইমাম আওজায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে ওলামায়ে কিরামের একটি দলের সাথে জান্নাতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: হযরত ইমাম মালেক বিন আনাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কোথায়? তখন তাঁরা বললেন: তাঁর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তা কিভাবে? উত্তর এলো: তাঁর সত্যবাদীতার কারণে। **(তারতীবুল মাদারিক ও তাকরীবুল মাসালিক, ১/৬৮-৬৯)**

একটি বাক্যের কারণে ক্ষমা

কোন এক নেককার বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত ইমাম মালেক বিন আনাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে ওফাতের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: "مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟" অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরন করেছেন? বললেন: তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন: কোন কারণে? বললেন: একটি বাক্যের বারণে, যা আমি আমীরুল মুমিনিন হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সম্পর্কে কারো কাছ থেকে শুনেছি যে, যখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কোন মৃতকে দেখতেন তখন পাঠ

www.dawateislami.net

করতেন: "اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ، سُبۡحَانَ الۡحَیِّ الَّذِیۡ لَایَمُوۡتُ" অর্থাৎ **তিনি** হলেন **আল্লাহ, যিনি** ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই, **তিনি** নিজেই জীবিত এবং অন্যান্যদের তত্বাবধায়ক, পবিত্রতা সেই সত্তার প্রতি **যিনি** নিজেই জীবিত, **তাঁর** কখনোই মৃত্যু নেই।" তখন আমিও নিজের জীবনে যখন কোন মৃতকে দেখতাম তখন সর্বদা এই বাক্যটি পাঠ করতাম, যার বরকতে **আল্লাহ পাক** আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। **(তারতীবুল মাদারিক ও তাকরীবুল মাসালিক, ১/১৪৯)**

তাঁর কাফন দাফন

তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অসীয়ত করেছেন: আমাকে আমার নিজের কাপড় দ্বারাই দাফন করবে এবং জানাযার মাঠে জানাযা আদায় করবে। তাঁর জানাযার নামায অসংখ্য লোক আদায় করেছে, যার মধ্যে হযরত ইবনে আয়াশ, হযরত হাশিম, হযরত ইবনে কানানাহ, হযরত শায়বা বিন দাউদ, তাঁর লেখক হযরত হাবীব এবং তাঁর ছেলে رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن এর ন্যায় ব্যক্তিত্বরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। অনেক লোক তাঁর কবর মুবারকেও নামেন।

(তারতীবুল মাদারিক ও তাকরীবুল মাসালিক, ১/৬৭। আর রাওযুল ফায়িক, ২১৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তাঁর ওফাতে ইরাকবাসীর শোক

যখন হযরত ইমাম মালেক বিন আনাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওফাতের সংবাদ ইরাকে পৌঁছলো তখন যেনো ইরাকের ভূমি কাঁপতে লাগলো। সেখানকার লোকেরা তাঁর ওফাতে খুবই শোকাহত হলো। এক লোক হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে আরয করলেন: হে আবু মহাম্মদ! এক ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা যে, সে কোন এমন আলিম থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে, যে তার ও **আল্লাহ পাকের** মাঝখানে দলীল হবে, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: এমন আলিম তো হযরত ইমাম মালেক বিন আনাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِই, যাঁকে মানুষ ও **আল্লাহ পাকের** মাঝখানে দলীল বানাতে পারে। কিন্তু যখন তাঁকে বলা হলো যে, তিনি তো ওফাত গ্রহন করেছেন, তিনি খুবই আফসোস করতে লাগলেন: হায়! ভালো লোক দুনিয়া থেকে চলে গেলো।

(আর রাওযুল ফায়িক, ২১৮ পৃষ্ঠা। হিকায়াতে অউর নসিহতে, ৪২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রিয় নবী ﷺ এর দোয়া

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম ﷺ দোয়া করেন: হে আল্লাহ! যতটুকু বরকত তুমি মক্কার জন্য রেখেছ এর চেয়ে দ্বিগুন বরকত মদীনার জন্য দান করো।

(বুখারী, ১-৬২০, হাদীস: ১৮৮৫)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net